কেউ যদি অন্যায় করে আমাদের দেশে তার বিচার হয়

বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন সংস্থা, সেটা র্যাব হোক, পুলিশ হোক বা অন্য যে কোনও সংস্থা হোক; তারা অন্যায় করলে আমাদের দেশে সেটার বিচার হয়। কেউ যদি কোনও অন্যায় করে, আমাদের দেশে তার বিচার হয়। এই বিচারে কেউ রেহাই পায় না। অনেক সময় তারা কোনও কাজ অতিরিক্ত করে, করতে পারে। কিন্তু করলে সেটা আমাদের দেশের আইনেই সেটার বিচার হচ্ছে। যেখানে এমন বিচার হচ্ছে, এমন ব্যবস্থা আছে; সেখানে এই স্যাংশনে কী কারণে?’

যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটন ডিসি ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। শনিবার এই সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

সাক্ষাৎকারে ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক শতরূপা বড়ুয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার জবাবে বলেন, ‘আমার এটাই প্রশ্ন— কথা নেই, বার্তা নেই; হঠাৎ ভিসা স্যাংশন দিতে চাচ্ছে কী কারণে? আর মানবাধিকারের কথা যদি বলে বা ভোটের অধিকারের কথা যদি বলে… আমরা, আওয়ামী লীগ; আমরাইতো এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করেছি। আমাদের কত মানুষ রক্ত দিয়েছে, এই ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য।’

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যেন হয়, তার জন্য যতরকম সংস্কার দরকার, সেটা আওয়ামী লীগ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজ ছবিসহ ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, মানুষকে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা…। ‘আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দিবো’— এই স্লোগানও আমার দেওয়া। আমি এভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছি। কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ সময় স্বৈরশাসকরা দেশ শাসন করেছে। তাদের সময় সাধারণ মানুষের ভোট দিতে হয়নি। তারা ভোটের বাক্স ভরে নিয়ে ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন, সংগ্রাম করে আজ আমরা নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন মানুষ তার ভোটের অধিকার সম্পর্কে অনেক

সচেতন। সেটা আমরা করেছি।’

২০০৯ এ আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, জাতীয় কিংবা স্থানীয় সরকার নির্বাচন; প্রত্যেকটা সুষ্ঠুভাবে হয়েছে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এসব নির্বাচনে মানুষ তার ভোট দিয়েছে স্বতস্ফূর্তভাবে। এই নির্বাচনগুলো নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাস্তবতাটা কী, বাংলাদেশের মানুষ তার ভোটের অধিকার নিয়ে সবসময় সচেতন। কেউ ভোট চুরি করলে তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেয় না।’

উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিলেন। সে কিন্তু দেড় মাসও টিকতে পারেনি। ওই বছরের ৩০ মার্চ তাকে জনগণের রুদ্র রোষে পড়ে পদত্যাগ বাধ্য হয়েছেন তিনি। আবার ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার তালিকা করেছিল। সেই ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন করে সে যখন সরকার গঠনের ঘোষণা দিলো… এরপর জরুরি অবস্থা জারি করা হলো। সেই নির্বাচন বাতিল হয়ে গেলো। কাজেই আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু এখন ভোট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। কাজেই একটা নির্বাচন অবস্থা, সুষ্ঠু হবে— এটা তো আমাদেরই দাবি ছিল। এবং আন্দোলন করে আমরাই সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছি। তো আজ তারা স্যাংশন দিচ্ছে, আরও দেবে; দিতে পারে। এটা তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের যে অধিকার; তাদের ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারসহ সব মৌলিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করেছি।

‘রাজনৈতিক মামলায়’ সাজাপ্রাপ্ত প্রধান বিরোধী দলের অসুস্থ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমোদন দেওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ জন্য তাকে তার সাজা বর্তমানে স্থগিত করে বাড়িতে থাকার ও দেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমোদন যে এক সরকারি আদেশে বর্তমানে কার্যকর রয়েছে তা বাতিল করে, জেলে গিয়ে আদালতের কাছে আবেদন করতে হবে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল, বাংলাদেশ কিন্তু বদলে যাওয়া বাংলাদেশ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এখন আর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নেই, এখন মানুষের সেরকম হাহাকার নেই, এমনকি আমাদের যে বেকারত্ব সেটাও কিন্তু কমিয়ে এখন মাত্র তিন শতাংশ। সেটাও তারা কাজ করে খেতে পারেন।’
প্রধানমন্ত্রী আরও দাবি করেন, বাংলাদেশেই এখন অনেক কর্মসংস্থানের

সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাই ভিসা স্যাংশন এর ফলে যদি (বাংলাদেশিরা) আমেরিকায় আসতে না পারে, আসবে না। তাতে কিছু যায় আসে না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিস, আমেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ দেশি বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার সরকারের আমলে গত ১৫ বছরে গুমের ঘটনার যে অভিযোগগুলো করেছে, সে ব্যাপারে তার সরকারের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকারে তিনি সদ্য পাস হওয়া সাইবার নিরাপত্তা আইনের যে ধারাগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তারও জবাব দেন।

৩৫ মিনিটের এ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে আগামী জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার জন্য বিরোধীদলগুলোর দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, এ ব্যবস্থায় ফেরত যাবার কোনও সুযোগ নেই।

বিরোধীদলগুলোর বিশেষ করে প্রধান বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ মামলা দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অপরাধ করলে মামলা হবে।

জনগণের সুখেই আমি সুখি- সোহেল আহমেদ

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহমেদ।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক পলাশ আহম্মেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদি?

সোহেল আহমেদ: আমি শতভাগ আশাবাদি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমার জেলা আওয়ামী লীগ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সকলে আমাকে সমর্থন করবেন। তাছাড়া জনগণের আশা আকাঙ্খা পুরণ করার সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি তাই জনগণের মুল্যায়নে গেলেও আমিই নোমেনেশন পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

সোহেল আহমেদ: আমি এই চেয়ারে বসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই ইউনিয়নের সকল মানুষকে আমি পরিবারের মত চোখে দেখি। এদের সুখ দু:খ নিয়েই আমার সুখ-দুঃখ, তাই প্রতিটি সময় মানুষের দৌড় গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প তার পরেও ১০০% আশা সবার পূরণ না করতে পারলেও পূরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্ট্রিট লাইট, বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানে চেয়ার, টেবিল, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, ১০ কেজি, ১৫কেজি, ৩০ কেজি চাল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই আমি মনে করি জনগণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অনেক বেশি কাজ করেছি বলে মনে করি। তাই জনগণ আবারো আমাকে শতস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে?

সোহেল আহমেদ: বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগণ জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের

মহাসড়কে চলছে। আপনারা জানেন বর্তমানে করোনা কালীন আমরা জীবনের ঝুকি নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছি। কিন্তু বি এন পির কোন নেতা বর্গ জনগণের পাশে দাঁড়ায় নি। তাই জনগণ যাকে বিপদে পাশে পাবে তাদের বিপদে আপদে থাকবে তারা তাদের ভোট দেবে। এই জন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা কম হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারনা কেমন চালাচ্ছেন?

সোহেল আহমেদ: আমি আমার কার্যক্রমের মাধ্যেমেই নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি। আমার ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যা ৩২০০০ হাজার তাদের এবং গাংনী উপজেলার মধ্যে একটা বৃহত্তর ইউনিয়ন। তাদের সাথে কাজের মাধ্যেমে সর্ব সময় যোগাযোগ রাখি। এবং নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

সোহেল আহমেদ: আমার মটমুড়া ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে আমার ইউনিয়ন সুপরিচিত। এই ধারাবহিকতা আমি ধরে রাখবো এবং আমি আবারো নির্বাচিত হলে বাল্য বিবাহ ও মাদক মুক্ত ইউনিয়ন গড়ে তুলতে চাই।

সততার পুরষ্কার আমি পাবো- বোরহান উদ্দিন

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে।

কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের

বর্তমান চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক মর্তুজা ফারুক রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

বোরহান উদ্দিন: আমি মনে করি আমঝুপি ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আমি দায়িত্ব পালন করে আসছি। বিতর্কিত কোন কাজ আমি করিনি। তারপরও দলীয় সিদ্ধান্ত আমার কাছে বড় বিষয়। আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ যদি চায় আমি আবারও ইউপি নির্বাচনে অংশ গ্রহন করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

বোরহান উদ্দিন: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে বিগত নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছিল। সেখানে আমি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পালন করেছি। আপনারা জানেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে দিয়েছে। এখানেও আমি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস আমি সততার পুরষ্কার পাবো। দলীয় সমর্থন নিয়ে আবার নির্বাচনে অংশ নিতে চাই।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনে জনগনের প্রতি আপনার কোন প্রতিশ্রুতি ছিল কি না? থাকলে সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন?

বোরহান উদ্দিন: বিগত নির্বাচনে আমার জনগণের প্রতি তেমন একটা প্রতিশ্রুতি ছিল না। তবে চেয়ারম্যান হিসেবে আমার যতটুকু দায়িত্ব পালন করার কথা সেটা আমি শতভাগ পালন করেছি। আমার ইউনিয়নের সকল ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা অন্য ইউনিয়নে হয়েছে কি না আমার জানা নেই। আমার ইউনিয়নের যুবসমাজের জন্য খেলার মাঠটি দৃষ্টি নন্দন করেছি। একটি অত্যাধুনিক পাবলিক ক্লাব করা হয়েছে। যে একটি সুন্দর ব্যামাগার আছে যা মেহেরপুর জেলার ভিতর নেই। সেই সাথে এই ক্লাবে এলাকার বেকার যুবকদেও স্বাবলম্বি করার জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে আমঝুপি ইউনিয়নকে ভেঙে শ্যামপুর নামের আরও একটি ইউনিয়ন করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনে এর কেমন প্রভাব পড়বে?

বোরহান উদ্দিন: আপনারা জানেন আমঝুপি ইউনিয়ন খুলনা বিভাগের মধ্যে সব থেকে বড় একটি ইউনিয়ন ছিল। এটি ভেঙে দুইটি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে নতুন ইউনিয়ন পরিষদ তৈরি হবে, নতুন জনপ্রতিনিধি তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশ গ্রহন করার ঘোষণা দিয়েছে। একই সাথে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন হবে?

বোরহান উদ্দিন: বিগত নির্বাচনেও বিএনপি অংশ নিয়েছিল, এবং সুষ্ঠ পরিবেশে ভোট হয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশে ভোট হবে বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে আমার আমঝুপি ইউনিয়নে জনগণ উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারবে ইনশাল্লাহ।